দ্য গ্রেটেস্ট এসেট

বিশাল এক পার্কের মতো লাগছে পৃথিবীটাকে। বড় মায়াবী এ দৃশ্য।

লাউ টানসোনিয়া তার চোখের নিচে বিস্তৃত আকারে দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীটাকে। লুনার শাটল থেকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার লম্বা নাকটা রোগাটে চেহারাটাকে এমনভাবে দু'ভাগ করেছে, গাল দুটোতে সব সময় লেগেই থাকে বিষণ্নতা। সেই চেহারায় এখন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে মনের অবস্থা।

এর আগে কখনো এতদিন বাইরে থাকেনি সে—প্রায় মাসখানেক হবে—এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানটা যখন পরিষ্কার অনুভব করল, তখনো তেমন ভাবান্তর হল না তার।

তবে প্রতিক্রিয়াটা হল পরে। চোখের সামনে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে পৃথিবী। বিষন্নতা কেটে যেতে লাগল তার।

পৃথিবী এখনো অনেক দূরে। সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করা গ্রহটির মোচাকার বৃত্তের আকৃতি নিতে যদিও অনেক দেরি, তবু একটা আদিম সৌন্দর্য ফুটে আছে পৃথিবীর। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে যখনই পৃথিবীর এখানে ওখানে বাদামি এবং সবুজ ছোপ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ৩০ কোটি বছর আগেও আবির্ভাব ঘটে নিষ্প্রাণ ভূভাগে, সবুজে সবুজে ছেয়ে যায় নীরস উপত্যকাগুলো।

ক্রমেই পৃথিবীর কাছে চলে আসছে লাউ। শিপটা যতই নিচের দিকে নামছে, স্বাভাবিক মাধুর্য ফুটে উঠছে পৃথিবীর।

বুনোভাবটা এখন আর চোখে পড়ছে না কোথাও। লাউ অবশ্যি পৃথিবীর আদিম পরিবেশের সাথে মোটেও পরিচিত নয়। এই পরিবেশটা সম্পর্কে সে জেনেছে বই পড়ে, কিংবা পুরান ছবি দেখে।

banglainternet.com

গাছপালা শোভিত বনগুলো সুবিন্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। প্রতিটি গাছের অবস্থান এবং প্রজাতির নাম চিহ্নিত করা হয়েছে সযত্নে। শস্যভরা ফসলের মাঠগুলো চক্রাকারে পর পর সাজান। আগাছা উপড়ে সার দেয়া হয়েছে জমিতে। অল্প যে কটি গৃহপালিত পশু এখনো টিকে আছে, নম্বর দিয়ে সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো। লাউয়ের মনে হল, ঘাসের ডগাগুলো যেন বিশেষভাবে চিহ্নিত।

পশু পাখির সংখ্যা এতই কম যে, এক পলক দেখলেই অন্য রকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। এমনকি পোকামাকড়ের সংখ্যাও অনেক কম। বড় জাতের কোনো প্রাণী নেই বললেই চলে।

বেড়াল জাতীয় প্রাণীগুলোর ভেতর গুটি কয়েক টিকে আছে কোনোরকমে। কেউ যদি ইঁদুর জাতীয় প্রাণী হ্যামস্টার পোষে, সেটা তার জন্যে হবে দেশপ্রেমিকের কাজ।

ওহ, এখানে একটা জিনিস শুধরান দরকার! পৃথিবীতে কেবল মাত্র জীবন্ত বা নিম্নমানে অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা কমে এসেছে। অন্য একটি প্রাণীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে অন্য সব প্রাণী। প্রাণিজগতের চার ভাগের তিন ভাগ এখন এই প্রাণীর দখলে। এবং বিপুল সংখ্যাধিক্য এগিয়ে থাকা এই প্রাণীটি হচ্ছে—হোমোসেপিয়েন্স, অর্থাৎ মানুষ। এবং পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান ব্যুরোর সকল কর্মকাণ্ডকে কলা দেখিয়ে প্রতিবছর একটু একটু করে বাড়ছে মানুষের সংখ্যা।

লাউ ভাবছে ব্যাপারটা নিয়ে, সব সময় ভেবে থাকে যেমনটি। কিন্তু ভেবে কোনো কূল পাচ্ছে না সে। এত মানুষের শেষ পরিণতি কি? এমনিতে ওপর থেকে মানুষের কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ এ পর্যন্ত একটা মানুষের চোখে পড়েনি তার।

banglainternet.com

অনেক আগে, এক সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে শহরগুলো ছিল এখন আর নেই সেগুলো। শস্যের খেতগুলোতে পুরান যে বড় রাস্তাগুলো এখনো রয়ে গেছে, সেগুলোই শুধু দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। আর কোথাও রাস্তাঘাটের কোনো অস্তিত্ব নেই। ওপরে শস্যের খেত, মাটির নিচে মানুষ—এই হচ্ছে এখনকার অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষ তার ভূগর্ভস্থ বাড়িঘর থেকে ওপরে আসে না। কোটি কোটি মানুষ, তাদের কলকারখানা, শক্তি যোগানর উৎস—সবই এখন মাটির নিচে।

এ মুহূর্তে প্রায় ভুলে বসে আছে লাউ, কয়েক মাস ধরে যোগাযোগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন সে পৃথিবীতে দেখা করতে যাচ্ছে অ্যাড্রাসটাসের সাথে।

ইনো অ্যাড্রাসটাস বাস্তুসংস্থানে ব্যুরোর মহাসচিব। পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ পদ এটা। বর্তমানে এই মহাসচিব সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর।

বসে বসে কথা বলছে জেন মারলি। ঘুমকাতুরে উদাস একটা ভাব তার চেহারায়। আলুথালু বেশ দেখে মনে হচ্ছে, যদি মানুষের খাবার-দাবার বড় বেশি লাগাম ছাড়া হয়ে যেত, তাহলে এতদিনে হ্যেঁৎকা সাইজ হয়ে যেত তার।

জেন মারলি বলল, 'আমার টাকার দিকটা যদি ধরা হয় তাহলে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ পদ, এবং কেউ বোধ হয় জানে না এটা। এ নিয়ে লিখতে চাই আমি।'

তার কথায় কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাড্রাসটাস। গোলগাল গাট্টা-গোট্টা ধরনের শরীর তার। মাথার পাতলা চুলগুলো এক সময় ছিল হালকা বাদামি, এখন রঙটা হয়েছে ছোপ ছোপ বাদামি-ধূসর। হালকা নীল চোখের মণি কালো টিস্যু দিয়ে ঘেরা। চোখের নিচে কুঁচকে আছে চামড়া। এই চোখ দুটোর জন্যেই একটা প্রজন্মের প্রশাসক হিসেবে বিচক্ষণতা ফুটে আছে চেহারায়। আঞ্চলিক বাস্তুসংস্থান পরিষদগুলো মিলে টেরেস্ট্রিয়াল ব্যুরো গঠনের পর থেকে বাস্তুসংস্থানের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছে অ্যাড্রাসটাস। যারা তাকে চেনে, তারা জানে অ্যাড্রাসটাসকে ছাড়া বাস্তুসংস্থান নিয়ে চিন্তা করা অসম্ভব ব্যাপার।

banglainternet.com

অ্যাড্রাসটাস বলল, 'সত্যি বলতে কি, আমি নিজের মতো করে খুব কমই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে নির্দেশ পত্রগুলোতে আমি সাইন করেছি, সেগুলো আসলে আমার নিজের সিদ্ধান্ত নয়। আমি সাইন করেছি মানসিক অস্বস্তি এড়ান জন্যে। আমি সাইন করলাম না, কিন্তু কম্পিউটারগুলো করে দিল, সেটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হত। আপনি তো জানেন, কম্পিউটারগুলোই শুধু করতে পারে কাজটা।

'প্রতিদিন অবিশ্বাস্য-রকমের হিসেব-কিতেবে ভরা ডাটা চলে আসছে

ব্যুরো অফিসে। এই ডাটা পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে পৃথিবীর সব জায়গায়। ডাটাগুলো শুধু মানুষের জন্ম, মৃত্যু, স্থান বদল, কলকারখানার উৎপাদন এবং বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার নিয়ে নয়, তাবৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের দৃশ্যমান পরিবর্তনও থাকছে ডাটাগুলোতে। তার মানে বাতাস, পানি এবং মাটির কোনো তথ্য আর বাদ থাকছে না। সংগৃহীত তথ্য বিভিন্নভাবে ভাগ হয়ে জমা হচ্ছে কম্পিউটারের মেমোরীতে। এবং কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর আসে এই মেমোরী থেকে।'

মারলি আড়চোখে এক পলক তাকাল ধূর্ত ভঙ্গিতে। বলল, 'সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে তাহলে?'

অ্যাড্রাসটাস মৃদু হেসে বলল, 'এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যার উত্তর জানা নেই আমাদের।'

'এবং এরই ফলশ্রুতিতে,' বলল মারলি। 'আজকের এই বাস্তুসংস্থান সমতা।'

'ঠিক বলেছ, তবে এই বাস্তসংস্থান সমস্যার বিশেষ একটি দিক রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বরাবর জনসংখ্যার ভারসাম্যতা এসেছে বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে। যখনই কোনো ভারসাম্যহীনতা এসেছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—এসব দুর্ঘটনার মাধ্যমে লোকজন মরে গিয়ে ভারসাম্য এসেছে জনসংখ্যায়। আর আমরা এই জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করেছি কোনো রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই। বসতি স্থানান্তর এবং বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে জনসংখ্যা।'

মারলি বলল, 'এজন্যেই আপনি এক সময় বলেছিলেন—মানুষের সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে বাস্তসংস্থানের ভারসাম্যতা।'

banglainternet.com

'ওরাও বলে—আমি বলেছি একথা।'

'আপনার পেছনের দেয়ালেই তো লেখা আছে কথাটা।'

'এখানে তো লেখা মাত্র প্রথম কয়েকটা শব্দ,' শুকনো গলায় বলল অ্যাড্রাসটাস।

পেছনের দেয়ালে লম্বা এক শিমার-প্লাস্টের ওপর জ্বলজ্বল করছে শব্দগুলো। জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে। মানুষের সবচে বড় সম্পদ...

'ব্যক্তব্যটা শেষ করতে হয়নি আপনাকে।'

'এছাড়া আর কি আপনাকে বলতে পারি, বলুন ?'

'আমি কি খানিকক্ষণ এখান থেকে দেখতে পারি আপনার কাজ ?'

'তাহলে আপনাকে দেখতে হবে উন্নতমানের এক কেরানির কাজ।'

'আমি তা মনে করি না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকা অবস্থায় আর কারো সাথে আপনার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ?'

'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আজ। টানসোনিয়া নামে এক যুবক আসবে দেখা করতে। চাঁদ থেকে আসছে সে। আমাদের মুন-ম্যানদের একজন। আপনি বসতে পারেন এখানে।'

'মুন-ম্যান ? তার মানে—'

'হ্যাঁ, আমাদের লুনার ল্যাবরেটরিগুলোর একটি থেকে আসছে সে। ভাগ্যিস, চাঁদটা ছিল। ওদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব যদি পৃথিবীতে হত, তাহলে বারোটা বেজে যেত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার।'

'আপনি কি পারমাণবিক পরীক্ষা এবং তেজস্ক্রিয় দূষণের কথা বলছেন ?'

'আমি অনেক কিছুর কথাই বলছি।'

লাউ টানসোনিয়ার চেহারায় মিশ্র একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। একদিকে যেমন চাপা উত্তেজনা, আরেকদিকে তেমনি উদগ্রীব গোপন প্রতীক্ষার চিহ্ন।

'আপনাকে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য, মিস্টার সেক্রেটারি,' রুদ্ধনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল লাউ। পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ টান সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে।

banglainternet.com

'কাজটা শীঘ্রি করতে পারলাম না বলে দুঃখিত,' সহজভাবেই বলল অ্যাড্রাসটাস। 'আপনার কাজের ব্যাপারে চমৎকার রিপোর্ট রয়েছে আমার কাছে। এখানে যে আরেক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছেন উনি জেন মারলি, একজন বিজ্ঞান লেখক। আমাদের সঙ্গে অবশ্যি কাজ নেই তাঁর।'

লেখকের দিকে এক নজর তাকিয়ে নড করল লাউ, তারপর অ্যাড্রাসটাসের দিকে ফিরে সাগ্রহে বলল, 'মিস্টার সেক্রেটারি—'

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন,' বলল অ্যাড্রাসটাস।

লাউ বসল ঠিকই, তবে সময় নিল। পৃথিবীর বাতাসে অভ্যস্ত হতে

পারছে না সে। সময় লাগছে পরিবেশগত জড়তা কাটাতে। লাউ বলল, 'মিস্টার সেক্রেটারি, আমি আপনার কাছে ব্যক্তিগত একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমার প্রজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা—'

'আমি জানি।'

'আপনি পড়েছেন, স্যার?'

'না, আমি পড়িনি, তবে কম্পিউটারগুলো পড়েছে। বাতিল হয়ে গেছে আপনার আবেদন।

'হ্যাঁ, কিন্তু আবেদন করছি আমি সরাসরি আপনার কাছে।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল অ্যাড্রাসটাস। অক্ষমতা প্রকাশের ভঙ্গিতে বলল, 'এটা আমার জন্যে কঠিন একটা ব্যাপার। কম্পিউটারের ওপর মাতব্বরি করার সাহস আমি পাব কোত্থেকে।'

'কিন্তু সাহস আপনাকে করতেই হবে,' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল লাউ। 'আমার ক্ষেত্রটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং;।'

'হ্যাঁ, জানি আমি।'

'এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং,' বলে চলল লাউ। 'চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিচারিকা, বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হওয়া উচিত নয়। মোটেও না।'

'আপনার এই চিন্তাটা বড় খাপছাড়া। আপনি মেডিকেল ডিগ্রী নিয়ে মেডিকেল জেনেটিক্স-এ আশাব্যঞ্জক কাজ করে যাচ্ছেন। আমি জেনেছি, আপনি ডায়বেটিসের ওপর দু'বছর ধরে গবেষণা করে এমন এক সম্ভাবনার দ্বারে পৌঁচেছেন, ডায়বেটিস সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যেতে পারে।'

banglainternet.com

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি আর এ কাজ চালিয়ে যেতে চাই না। অন্য কেউ করুক কাজটা। ডায়াবেটিসকে ভালো করা মানে মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দেয়া। তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর একটা বাড়তি চাপ আসবে। এই সাফল্য অর্জনে কোনো আগ্রহ নেই আমার।'

'আপনার কাছে কি মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই?'

'কোনো কালেই নয়। পৃথিবী জুড়ে গিজ গিজ করছে মানুষ।'

'আমি জানি, কিছু মানুষের চিন্তাভাবনাই এমন।'

'আপনিও তাদের একজন, মিস্টার সেক্রেটারি। আপনার লেখাগুলো

তো এসব কথাই বলে। এবং এটা চিন্তাশীল যে কোনো মানুষের কাছে পরিষ্কার—বিশেষ করে আপনার কাছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হচ্ছেটা কি। বাড়তি লোক মানেই অস্বস্তি, এবং এই অস্বস্তি দূর করতে চাইলে ব্যক্তিগত পছন্দকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। একটা মাঠে যথেষ্ট লোক জড় হয়েছে, তারা শুধু তখুনি একসঙ্গে বসতে পারবে, যখন সবাই একসঙ্গে বসার চেষ্টা করবে। এ সময় হুড়োহুড়ি লেগে যাবে তাদের মধ্যে। যারা বসার তারা ঠিকই বসে যাবে, আর বাড়তি লোকেরা চলে যাবে মাঠের বাইরে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ঠিক তেমনি একটা ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্ধের মতো ধেয়ে চলা জনতার ঢল কোন দিকে যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে, কিছুই জানে না কেউ।'

'এরকম গালভরা বুলি ছাড়ার জন্যে কতবার মহড়া দিয়েছেন, মিস্টার টানসোনিয়া?'

লজ্জায় খানিকটা লাল হল লাউ। বলল, 'এবং জীব জগতের অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ আছে, এক এক করে এবং গোটা জাতি ধরে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে ক্রমাগত। এর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু আমাদের খাবার যোগান গাছগুলো। এভাবে বাস্তুসংস্থান প্রতিবছর সহজতর হয়ে আসছে।'

'বাস্তুসংস্থান তার পরিবেশগত ভারসাম্য ঠিকই রক্ষা করে আসছে।'

'কিন্তু এই ভারসাম্যের রঙ এবং বৈচিত্র তো হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি আমরা জানি না, এই ভারসাম্য আদৌ কতটা ভালো। আমরা এই ভারসাম্যটা মেনে নিয়েছি শুধু মাত্র আমাদের ভারসাম্যটা আছে বলে।'

'আপনি তাহলে কি করতে চান?'

banglainternet.com

'যে কম্পিউটার আমার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে জিজ্ঞেস করুণ এ ব্যাপারে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আমি এমন এক প্রোগ্রাম শুরু করতে চাই, যা হবে পোকামাকড় থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর জন্যে। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীরা নিশ্চিত হওয়ার আগেই তাদের মাঝে নুতন করে বৈচিত্র্য আনতে চাই?'

'কি জন্যে চান?'

'কৃত্রিমভাবে সাজাতে চাই বাস্তুসংস্থান। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের নিয়ে এমন একটা ভারসাম্য আনতে চাই, যা পৃথিবীতে নেই।'

'কাজটা আপনি করবেন কিভাবে ?'

'জানি না। যদি কাজটা করার সঠিক উপায় জানা থাকত, তাহলে তো গবেষণার কোনো দরকার হত না। কিন্তু আমি জানি, আমাদের সফল হতে হবে। আমাদের আরো জানতে হবে কোন জিনিসটির মাধ্যমে সফল করে তোলা যাবে ইকোলজিকে। ইকোলজির অবস্থা এ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তাতে গোটা ব্যাপারটাই প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতিই দিন দিন বাড়িয়ে তোলে সংখ্যা, আবার কোনো বিপর্যয়ের মাধ্যমে সমান করে দেয়। এর বাইরে কিছু করার চেষ্টা আমরা চালাব না কেন ?'

'তার মানে অন্ধের মতো কিছু একটা করতে চান ? এলোপাতাড়ি চেষ্টা ?'

'অন্য কোনো উপায়ে কিছু করার মতো যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি তো নেই আমাদের। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রয়েছে নিজস্ব মৌলিক চালিকা শক্তির মতো ব্যাপক পরিবর্তনের ক্ষমতা। চিকিৎসা বিদ্যায় এ জিনিসটি ব্যবহার করে আমি কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে চাই।'

অ্যাড্রাসটাস ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি কিভাবে সেই ইকোলজি সাজাতে চাইছেন, যা সত্যিই একটা কাজের কাজ হবে ? বর্তমানে যে ইকোলজি রয়েছে, তার সাথে আপনার ইকোলজির টক্কর লেগে কি ভারসাম্যহীন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হবে না ? শেষে হয়তো এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হবে, যার সাথে তাল মেলাতে পারব না আমরা।'

'আমি বলছি না যে, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীতে চালাব,' বলল লাউ। 'অবশ্যই তা হবে না।'

banglainternet.com

'তাহলে কি চাঁদে হবে ?'

'না, চাঁদেও না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে ছোট ছোট গ্রহাণুতে। কম্পিউটার যখন আমার প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন এই বুদ্ধিটা চলে আসে মাথায়। হয়তোবা এ থেকে ভিন্ন একটা ফল পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রহাণু বেছে নিয়ে চালাতে হবে এই পরীক্ষা।'

'কিন্তু এর ভালো দিকটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারছেন না আপনি।'

'না, নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না অবশ্যই। কিন্তু কিছু না কিছু ভালো তো হবেই। এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।'

অ্যাড্রাসটাসের পেছনে, দেয়ালের ওই লেখাটা দেখিয়ে লাউ বলল, 'যেমন—আপনি বলেছেন, মানুষের সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য। এ ব্যাপারে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেল এ উছিলায়, যা আগে কখনো হয়নি।'

'কতগুলো গ্রহাণু আপনার দরকার ?'

লাউ খানিকটা ইতস্তত করে বলল, ' এই ধরুন—দশ ? শুরু তো করি— নাকি ?'

'পাঁচটা নিন,' বলল অ্যাড্রাসটাস, রিপোর্টটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে খস খস করে লিখে বাতিল করে দিল কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত।

মারলি এবার বলল, 'এরপরেও কি বলবেন, আপনি একজন উন্নত মানের কেরানি ? যে কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে পাঁচ-পাঁচটা গ্রহাণু নিয়ে আসতে পারে, সে কি কেরানি ?'

'এতে কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে। তবে আমি নিশ্চিত, পাওয়া যাবে অনুমোদন।'

'তাহলে আপনি মনে করছেন, এই যুবকের পরমর্শটা সত্যিই কাজের ?'

'না, আমি সেটা মনে করছি না। কারণ তার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা এতই জটিল যে, এটা নিশ্চিতভাবে যুবককে তার লক্ষ থেকে দূরে ঠেলে দেবে।'

'আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ?'

'কম্পিউটার তো তাই বলে। এ জন্যেই তো তার প্রজেক্ট বাতিল হয়েছে।'

banglainternet.com

'তাহলে আপনি কেন কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন না ?'

'কারণ আমি এবং সরকার এখানে ইকোলজির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংরক্ষণ করছি।'

মারলি সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'কই, আমি তো কিছু পেলাম না।'

'কারণ আমার অনেক আগে বলা অসমাপ্ত বাক্যটাকে ভুলভাবে শেষ করেছেন আপনি। শুধু আপনি নন, সবাই। আমি বলেছিলাম দুটি বাক্য, আর সবাই দেখতে পাচ্ছে একটি।'

'কেন, আপনি বলেননি—মানুষের সবচে' বড় সম্পদ ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তসংস্থান।'

'অবশ্যই না। আমি বলেছি, মানুষের সবচে' বড় প্রয়োজন হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ বস্তুসংস্থান।'

'কিন্তু আপনার পেছনে তো লেখা—মানুষের সবচে' বড় সম্পদ—'

'এটা ছিল আমার দ্বিতীয় বাক্য। ওরা ভুলে গেছে, কিন্তু আমি ভুলিনি। মানুষের সবচে' বড় সম্পদ হচ্ছে তার পরিবর্তনশীল মন। আমি কিন্তু ইকোলজির স্বার্থে কম্পিউটারের ওপর মাতব্বরি করিনি, কারণ ইকোলজির দরকার শুধু আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে। আমি কম্পিউটারের ওপর মাতব্বরি করলাম অত্যন্ত দামি একটা মনকে বাঁচাতে, একটা বিচলিত মনকে কাজের মাঝে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমার এই সিদ্ধান্ত। মানুষের জন্যে মানুষ হয়ে থাকতেই এর প্রয়োজন রয়েছে আমাদের—যা কিনা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

মারলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ধারণা, মিস্টার সেক্রেটারি, এই ইন্টারভিউয়ের জন্যেই আমাকে এখানে ডেকেছিলেন আপনি। আপনি চান, এই তথ্যটা আমি সবার কাছে প্রচার করে দিই, তাই না?'

'বলতে পারেন,' বলল অ্যাড্রাসটাস। 'আমার সেই কথাটা শুদ্ধভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়ার জন্যেই এই সুযোগটা নিয়েছি আমি।'

অনুবাদ: শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

banglainternet.com